দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 16 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন শিক্ষকদের ভূমিকা ও সরকারের করণীয়

বাংলাদেশে প্রচলিত তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা- প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা। এর মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। সুষ্ঠু দক্ষ ও সুপরিকল্পিত মাধ্যমিক শিক্ষার ওপরই নির্ভর করে জাতীয় উন্নয়নের সকল চাবিকাঠী। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা ভাষা সাহিত্য-সমাজ, সংস্কৃতি, দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও নিজস্ব কৃষ্টি কালচার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করে। মাধ্যমিক শিক্ষা একদিকে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের প্রথম সোপান হিসেবে ও অপরদিকে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায়, উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনে প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষা উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষকের ভূমিকা

সর্বজনীন মানবিক উন্নয়ন ও টেকসই প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

★ সন্ত্রাস নির্মূলকরণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা খুবই ইতিবাচক। এ ভূমিকাকে সন্ত্রাসবিরোধী প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

★ দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে ছাত্রদের দক্ষ ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষকগণ মূল্যায়ন করেন তারাই একদিন চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ভাষা সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে দেশ-বিদেশে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তোলে।

মাধ্যমিক শিক্ষার মনোন্নয়নে কতিপয় প্রস্তাব

★ দেশে প্রচলিত ১৬০৯৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাত্র ৩১৭টি। বাকী ১৫৭৭৮টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগের কোন স্থায়ী নীতিমালা নেই, কোন নিয়োগ কমিশনও নেই।

প্রশিক্ষণ : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে প্রি-সার্ভিস, পোস্ট সার্ভিস ও ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং শিক্ষকগণ যাতে সহজে শিক্ষা উপকরণ পায় ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারে সে দিকে নজর দিতে হবে।

★ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে একদিকে পাঠদানকারী ও অপরদিকে একজন দক্ষ প্রশাসকের ভূমিকা পালন করতে হয়। এ দ্বৈত ভূমিকা পালনের জন্য তাকে হতে হবে পাণ্ডিত্যের অধিকারী, থাকতে হবে প্রশাসনিক গুণাবলী।

প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তনীয়

বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের সকল আইনকানুন বাস্তবায়ন, ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রধান শিক্ষকের মধ্যে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া তাকে ঘিরেই পরিচালিত হয়। কিন্তু সরকারী-বেসরকারী উভয় ধরনের বিদ্যালয়েই প্রধান শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ। **প্রথমত :** চাকরির বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী প্রধান শিক্ষক হতে পদোন্নতি দিয়ে সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। **দ্বিতীয়ত :** চার বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ও বিএড অথবা এমএড পাস প্রার্থীদের বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে দুটো প্রক্রিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা প্রশাসনে খুবই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে কিন্তু যে সকল শিক্ষক প্রধান বা সহকারী প্রধান শিক্ষক হতে ইচ্ছুক নন তাদেরও স্ববেতনে নিয়োগ দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ নিয়োগকে অবজ্ঞা করে যোগদান করেন না, ফলে পদগুলো শূন্য থাকে।

❑ মোহাম্মদ আমীর হোসেন